দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..... 5 FEB 2009 .....
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির পাহাড়

জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ১২টি কমিটি গঠন

॥ আবুল খায়ের ॥

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কোন জায়গা কিংবা বিভাগ নেই যেখানে দুর্নীতি ও অনিয়ম নেই। দুর্নীতি ও অনিয়মের মহাসমুদ্রে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাবুডুবু খাচ্ছেন। এর থেকে রক্ষা পেতে এবং নিয়মনীতির মধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে ফিরিয়ে আনতে একডজন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতি ও অনিয়মের মহাসমুদ্র থেকে উত্তরণের এবং এই ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রায় এক ডজন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো নিয়োগ ও পদোন্নতি, আর্থিক, প্রশাসনিক ও ক্রয়সহ অন্যান্য দুর্নীতি-অনিয়ম সনাক্ত এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সেই ধরনের সুপারিশ ভিসির মাধ্যমে সিন্ডিকেটে পেশ করবে। সিন্ডিকেট অনুমোদনের পর দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অপরদিকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জোট সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ভাঙচুর এবং

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিকৃতি পুনঃস্থাপনের জন্যও কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে কমপক্ষে দুই থেকে তিনমাস কিংবা এর বেশী সময় লাগতে পারে। কারণ হিসেবে ভিসি বলেন, বর্তমান সিন্ডিকেটে তিনজন সদস্যের পদ খালি রয়েছে। এই পদ পূরণ হলে সিন্ডিকেটের কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে বলে ভিসি জানান। উল্লেখ্য, বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে গঠিত কমিটি পাহাড় সমান দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত রিপোর্ট ২০০৭ সালের ২৬ জুলাই কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেন। ঐ সময় এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টে অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েক জন প্রভাবশালী সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। উক্ত তদন্ত রিপোর্টটি গায়েব করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালকের নেতৃত্বে রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পট পরিবর্তনের পর কমিটির প্রধান ডা. নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে তিনমাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়নি বলে চিকিৎসকরা অভিযোগ করেন। অভিযুক্তরা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে বলেও চিকিৎসকরা জানান।

এদিকে বুধবার স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা আগামী এক মাসের মধ্যে নজরুল কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন বাস্তবায়নের জন্য আলটিমেটাম দিয়েছেন।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ডাঃ রুহুল আমিন বলেন, আর্থিক অনিয়মের অন্ত নেই। যে জায়গায়ই হাত দেন, সেখান থেকেই বের হয়ে আসে দুর্নীতি-অনিয়মের চিত্র। এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে একটু সময় লাগবে বলেও তিনি জানান। ভিসি আরও বলেন, তদন্ত করে ঐ সময় যেসব দুর্নীতি ও অনিয়ম পেয়েছিলেন ভিসি হওয়ার পর প্রতিটি বিভাগ থেকে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়ার মত একের পর এক দুর্নীতি ও অনিয়ম বের হয়ে আসছে। এত দুর্নীতি ও অনিয়মের দৃশ্য দেখে তিনি হতাশ। দুদকও তদন্ত করে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে। জানা যায়, বিগত সরকারের ৫ বছরের মধ্যে নিয়োগ, পদোন্নতি, ক্রয়, প্রশাসনিক ও আর্থিক লেনদেনে রেকর্ড পরিমাণে দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। ঐ সময় নিয়োগ পদোন্নতিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম ঢাকতে "বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে শর্ত শিথিলযোগ্য" বলে একটি নিয়ম চালু করা হয়। কিন্তু এই নিয়মটি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাক্তারদের নিয়োগ-পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন না করে ৯৮ ভাগই দলীয় এবং নিয়োগ বাণিজ্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমান প্রশাসনের কর্মকর্তারা এর সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মেডিসিনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ এমএন আলমের চাকরি বয়স শেষ হওয়ার পরও চিকিৎসা শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে তাকে বয়স বৃদ্ধি করে কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৫ বছর রাখা যেত। এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে একরকম তাড়িয়ে দেয়ার মত বিদায় দেয়া হয়। চিকিৎসক মহল ঐ সময় তাকে পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়েছিলেন। একইভাবে গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজী বিভাগের চেয়ারম্যান ও সাবেক ভিসি অধ্যাপক মাহমুদ হাসান ও গাইনী বিভাগের অধ্যাপক ডা. লতিফা শামসুদ্দিনসহ অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অনুরূপ কায়দায় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করানো হয়। তাদের স্থলে কিংবা অন্যান্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনভিজ্ঞ, অযোগ্য ও দলীয় প্রার্থীদের দেয়া হয় এবং অনেককে বয়স বাড়িয়ে অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রায় ২০ জন শিক্ষক ও অপর দুইজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা সরকারি চাকরি থেকে অবসরসহ পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, অনভিজ্ঞ ও দুর্নীতির অভিযোগ সরকারি চাকরিকালে ছিল। কর্মকর্তারা জানান, এই সকল শিক্ষক ও দুই শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ নিয়মবহির্ভূত এবং এর পেছনে ছিল মোটা অংকের লেনদেন ও দলীয় আশীর্বাদ। যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের অযোগ্য ও অনভিজ্ঞদের নিয়োগ দেয়ায় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বিগত সরকারের আমলে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের যোগ্যতা অনুযায়ী বর্তমানে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা যায়। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যে যে পদের জন্য ঐ সময় প্রাপ্ত ছিলেন তাকে সেই পদে ফেরত আনা হবে। আর যারা বঞ্চিত তাদেরকে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রকৃত পদে পদোন্নতি দিয়ে সুবিচার করা হবে বলে শীর্ষ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।